## কমিশন কর্তৃক ২২/০৯/১১ তারিখে চুড়ান্ত অনুমোদন

| | | |
|---|---|---|
| ক্রমিক নং | : | ০১ |
| মামলার নম্বর ও তারিখ | : | ডবলমুরিং(চট্টগ্রাম) থানা মামলা নং-৭০, তাং-৩০/০৬/১৯৯৮ ইং। |
| তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | : | জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম। |
| অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী | : | (১) জনাব জুলফিকার আহম্মদ চৌধুরী, পিতা-মৃত নুরুল আফসার চৌধুরী, মুরাদপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; (২) জনাব মীর নুর হোসেন, সাবেক সহকারী পরিচালক, টেলিযোগাযোগ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; (৩) জনাব কাজী আব্বাস উদ্দিন, সাবেক উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষন অফিসার, টেলিফোন, রাজস্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম; (৪) জনাব দ্বীন মোহাম্মদ, প্রাক্তন হিসাব রক্ষন অফিসার, টেলিফোন, রাজস্ব বিভাগ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; (৫) জনাব শহীদূল ইসলাম, সোনাপুর, সুধারাম, নোয়াখালী। |
| অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | : | ব্যাংকের সীল স্বাক্ষর জাল করে টেলিফোন ডিমান্ড নোটের ২০,৩০০/-টাকা আত্মসাত। |
| তদন্তের ফলাফল | : | আসামী জুলফিকার আহম্মদ চৌধুরী এবং শহীদুল ইসলাম পরস্পর যোগসাজসে ব্যাংকের সীল স্বাক্ষর জাল করে টেলিফোন ডিমান্ড নোটের ২০,৩০০/-টাকা সংযোগ গ্রহণ করেন। বিষয়টি জান জানি হলে টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ টেলিফোন সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং আসামীগন সমুদয় টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। |
| কমিশনের সিদ্ধান্ত | | এফ, আর, টি দাখিলের অনুমোদন। |

| | | |
|---|---|---|
| ক্রমিক নং | : | ০১ |
| মামলার নম্বর ও তারিখ | : | কোতয়ালী (সিলেট) থানা মামলা নং-৯৬, তাং-২৯/০৫/২০০৩ ইং । |
| তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | : | জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট । |
| অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী | : | জনাব আনোয়ার হোসেন, প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট, কাস্টমস বিমানবাহী পন্য সার্কেল, সিলেট (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) । |
| অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | : | সরকারী রাজস্ব ক্ষতির অভিযোগ । |
| তদন্তের ফলাফল | : | আসামী জনাব আনোয়ার হোসেন, প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট, কাস্টম বিমানবাহী পন্য সার্কেল সিলেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে দুবাই হতে আনীত কার্টুন ভর্তি ৩০৪.৫০ কেজি ওজনের ১৬৭/৬০/৬৭.১১ সাইজের ফ্রিজ এর পরিবর্তে ৬১ কেজি ওজনের ৫৪/২৩/২৩ সাইজের বানিজ্যিক মূল্যহীন অকেজো কমপ্রেসারসহ কোন যন্ত্রপাতিবিহীন অতি পুরাতন ফ্রিজ রেখে সরকারী রাজস্ব ক্ষতি করার অভিযোগে মামলটি রুজু করা হয় । বর্ণিত মালামাল কাস্টমস গুদামে ছিল এবং সংরক্ষনের প্রায় ৩ বৎসর পর তদন্তে নতুন ফ্রিজের পরিবর্তে কার্টুনে পুরাতন ফ্রিজ পাওয়া যায় । ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার গুদামের চার্জ হস্তান্তর হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে যার সময়কালে কার্টুনের মালামাল সরিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে তা তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । |
| কমিশনের সিদ্ধান্ত | | এফ, আর, টি দাখিলের অনুমোদন । |